দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 JUL 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

এসএসসি পরীক্ষক তালিকা ফাঁসের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য নিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানার গোপন তালিকা ফাঁস হওয়ার ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে এই কেলেঙ্কারী সম্পর্কে আগামী তিনদিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিয়েছে। খবর নির্ভারযোগ্য সূত্রের।

বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শনিবার প্রায় সারাদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছুটাছুটিতে ব্যস্ত থাকেন। তবে শিক্ষা সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা একটি সেমিনার উপলক্ষে গতকাল ময়মনসিংহে ছিলেন।

বোর্ডের কন্ট্রোলার জানান : বোর্ড অফিস থেকে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের নাম ঠিকানার গোপন তালিকা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা মনে করেন না। এসএসসি পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাইরের সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কারো মাধ্যমে এই গোপন তালিকা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে বলে তাঁদের ধারণা।

তিনি জানান যে, এসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মোট ৪,৮৯৩ জন লোক জড়িত। এদের মধ্যে ১৬২ জন প্রধান পরীক্ষক,

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষক

(প্রথম পৃঃ পর)

৪,৩০৬ জন পরীক্ষক এবং ৪২৫ জন স্ক্রুটিনাইজার। এদের মধ্যে যারা যে বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক কেবল তাঁদের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানার তালিকা পাঠানো হয়েছে। কন্ট্রোলার মহোদয়ের ধারণা : এদের মধ্যে থেকেও এই গোপন তালিকা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।

তিনি আরো বলেন যে, কন্ট্রোলার অফিসের তিনশ'রও বেশী কর্মকর্তা ও কর্মচারী খুবই সৎ। ভালভাবে যাচাই করে এদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই, এদের মধ্যে কেউ বোর্ডের এমন গোপন বিষয় বাইরে প্রকাশ করে দিয়ে বোর্ডের মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা ক্ষুন্ন করবেন বলে তিনি মনে করেন না। এছাড়া পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় গোপন কাগজপত্র বোর্ডের ডেপুটি কন্ট্রোলারের স্টীল আলমারিতে তালাবদ্ধ রয়েছে। তবে তিনি এটাও বলেন যে, বিভিন্ন ধরনের চক্র বোর্ডের চারপাশে রয়েছে।

ওয়াকেফহাল সূত্রের মতে, প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের পুরো তালি-কা কিংবা তাদের উপর পরীক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা প্রধান পরীক্ষকদের কাছে আগাম সরবরাহ করা ঠিক হয়নি। এর আগে এমনটি করা হত না। অতীতে কেবল পরীক্ষকদেরকে খাতা দেয়ার সময় বলে দেয়া হত যে, খাতা দেখার পর অমুকের কাছে খাতা জমা দিতে হবে। ফলে প্রধান পরীক্ষকরাও খাতা তাদের কাছে জমা না হওয়া পর্যন্ত আগাম জানতে পারতেন না কোন কেন্দ্রের খাতা তাঁদের কাছে আসবে। এ ছাড়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য মনোনীত প্রধান পরীক্ষকও অন্য কোন প্রধান পরীক্ষ-কের নাম -ঠিকানা কিংবা তাঁর জন্য বরাদ্দ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারতেন না। বোর্ড থেকে কেবল তাকেই জানানো হত যে তাকে প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক প্রধান পরীক্ষককে কেবল তার নামের তালিকাটিই প্রদান করা হত। সব প্রধান পরীক্ষকের নামের পুরো তালি-কা সরবরাহ করা হতনা।

কিন্তু এবারই এই নিয়মের ব্যতি-ক্রম হয়েছে বলে জানা গেছে। এবার সব প্রধান পরীক্ষককে নাম ঠিকানার পুরো তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে, এবার একজন প্রধান পরীক্ষক আগেই জেনে ফেলেছেন আর কে কে কোন কোন বিষয়ের এবং কোন কেন্দ্রের খাতার জন্য প্রধান পরীক্ষক নিযুক্তহয়েছেন।

এখানেই সব গোলমাল হয়ে গেছে বলে ওয়াকেফহাল মহলের ধারণা। এছাড়া অতীতে চেয়ারম্যান নিজে বোর্ড অফিসে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে এসব কাজ করতেন।

গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদফতরের শূন্য পদে একই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী মহাপরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ফলে এই ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর মূল দায়িত্ব ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অফিসের পরিবর্তে আবদুল গনি রোডস্থ শিক্ষাভবনেই ডিজির দায়িত্বে অধি-কাংশ সময় ব্যস্ত এবং স্থায়ী ডিজির পদে নিযুক্তি লাভের তৎপরতায় নিয়োজিত থাকেন। ঢাকা বোর্ডের জয়নাগ রোডস্থ চেয়ারম্যান অফিসে তাঁর যাতায়াত কমে যায়।

বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা তাঁর সার্বক্ষণিক উপদেশ-পরামর্শ লাভে বঞ্চিত হন। এবং কর্মকর্তাদেরকে প্রায়ই ফাইলপত্র নিয়ে শিক্ষাভবনে চেয়ারম্যান তথা ভারপ্রাপ্ত ডিজির কাছে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। এভাবে গত জুন মাসে তিনি নিয়মিত ডিজি বা মহাপরিচালক পদে নিযুক্তি লাভে সক্ষম হন।

উল্লেখ্য, ডিজি পদের বেতন স্কেল ৫৭০০ টাকা (ফিক্সড) এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানের বেতন স্কেল ৪৭৫০-৫৫০০ টাকা। নিয়মিত ডিজি নিযুক্তির পর আবার তাকেই ঢাকা বোর্ডের অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ফলে তিনি সার্বক্ষণিক ডিজি হিসেবে শিক্ষা-ভবনেই বসেন। এদিকে সার্ব-ক্ষণিক চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বোর্ড অফিসের অন্যান্য লোক এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় গোপনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করেন এবং এরই সুযোগে খাতা বন্টন সংক্রান্ত প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষ-কদের তালিকা প্রণয়নের এই নতুন নিয়ম চালু হয়। পরিণতিতে এই গোপন তালিকা ফাঁস হয়ে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।